REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৯শে বৈশাখ বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 12th May 1920. | ৩৬শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ০/০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি য সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন কেবল সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৶০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন

মূল্য প্রতি শিশি ... ১॥০ দেড় টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ॥/০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং'র

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ যাবে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'ভেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, জ্বরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, মুখং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, ডি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২॥০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি।

৫০৲ ও ৪০৲ টাকা (ম্যাট্রিক।)

৩০৲ ও ২৫৲ টাকা (নন-ম্যাট্রিক।)

দি ন্যাসানেল মেডিকেল কলেজ,

৩০১।৩ অপার সারকিউলার রোড

নিয়মাদির জন্য আবেদন করুন।

এই কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ ও সার্জ্জারী আধুনিক প্রথায় শিক্ষা হয়। বেতন ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কলেজ কাউন্সিল— মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজার, মাননীয় বিচারক অ, চৌধুরী ও রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৩২৭ সাল।

এডিসনাল মুন্সেফী আদালত।

জঙ্গিপুরে মামলার সংখ্যা কম বলিয়া এখানকার এডিসনাল মুন্সেফী আদালত সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে কার্য্য করিবার জন্য স্থানান্তরিত হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতের যে সমস্ত মোকদ্দমা এডিসনাল কোর্টে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় ১ম ও ২য় আদালতে আসিবে।

খাদ্য সমস্যা।

দিন দিন চাউলের দর আগুন হইয়া উঠিল মোটা আছাঁটা চাউল টাকায় /৬।০ সওয়া ছয় সের বিক্রয় হইতেছে। আমাদের এতদঞ্চলের বর্ষার একমাত্র ভরসা ভাদুই ধান্য বৃষ্টি অভাবে শুষ্কপ্রায়। একেত সময় মত ভাদুই বপন হয় নাই। লোকে ভাবী আশার জন্য যা'ও বা বুনিয়াছিল জল অভাবে তাহার দফা রফা। বৈশাখ জ্যেষ্ঠে যদি এরূপ চাউলের দর হয়, তাহা হইলে না জানি শ্রাবণ ভাদ্রে কি হইবে! ধান্য টাকায় বার সের। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যও সবই দুর্ম্মূল্য।

গরমের চরম।

অসহ্য গরম পড়িয়াছে। বেলা দশটার পর রাস্তায় বাহির হওয়া দুষ্কর। রাত্রিকালেও গরমে সুনিদ্রা হয় না। এই গরমে কোনও সাংঘাতিক ব্যারামের আবির্ভাব না হইলে হয়। রৌদ্রের চোটে আম রোদপাকা হইতেছে। আম বেশী পাকিতেছে বলিয়া সস্তা হইয়াছে বটে কিন্তু সুস্বাদু হয় নাই। যেরূপ গরম পড়িয়াছে তাহাতে বোধহয় দুই এক সপ্তাহের মধ্যে আম ফুরাইয়া যাইবে।

কাঠ হইতে চিনি।

পত্রান্তরে প্রকাশ, আমেরিকান নিউইয়র্ক সহর হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথাকার পিটর্সবর্গ নামক স্থানে করাতের গুঁড়া হইতে চিনি বাহির করিবার উদ্যোগ হইতেছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় করাতের গুঁড়াকে যে চিনিতে পরিণত করা যায়, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের সন্দেহ নাই। আধ সের করাতের গুঁড়া হইতে ছয় ছটাক চিনি বাহির হইতে পারে এবং তাহাতে দুই আনার অধিক ব্যয় পড়িবে না। ক্যাবাৎ! আর ভাবনা নাই! এইবারে রসগোল্লা সস্তা হইবে বোধ হয় আয়তনেও মিষ্টান্নগুলির বৃদ্ধির আশা করা যাইতে পারে। খর্জ্জুর-চিনি ইক্ষু-চিনি বীট-চিনি খাইয়াছেন। এক রকম দারুচিনিও খাইয়াছেন এবার চিনির মত দারুচিনি খাইতে পাইবেন। শুভস্য শীঘ্রং। চিনির যেমন দর হইয়াছে তাহাতে এই নবাবিষ্কৃত চিনির সত্বর আমদানী প্রার্থনীয়।

লাট দরবারের সদস্য।

ইতিপূর্ব্বে সাধারণ লোকের লাট দরবারের সদস্য বাছাই করিবার ক্ষমতা ছিলন। লোকাল বোর্ডের ও মিউনিসিপালিটীর মেম্বর নির্ব্বাচনের ক্ষমতা ছাড়া আর উপরে হাত বাড়াইবার উপায় ছিলনা। এমন কি জেলা-বোর্ডের মেম্বরও লোকাল বোর্ডের মেম্বরগণ নির্ব্বাচন করিতেন। এবারে কিন্তু যিনি বৎসরে ১৲ এক টাকা রোডসেস বা ২৲ দুই টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স দিয়া থাকেন তিনিই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের লাট দরবারের সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন। সদস্য-পদপ্রার্থীগণ ইতিপূর্ব্বে কতিপয় জ্যান্ত জ্যান্ত লোকের নিকট ভোট বাগাইতে পারিলেই বাঞ্ছিত পদ লাভ করিতে পারিতেন। এবারে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ভোটের জন্য ঘুরিতে হইবে। যাহাদের গায়ের গন্ধে নাকে কাপড় দিতেন, তাহাদের দ্বারে গিয়া গোবর-গাদার কাছে বসিতে হইবে। এ প্রথা বড় মন্দ হয় নাই। যদি ভোটপ্রার্থীগণ স্বয়ং ভোটদাতাগণের বাড়ী বাড়ী যান তাহা হইলে তাঁহারা যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া লাট দরবার পরিশোভিত করিবেন তাহাদের দশাটা স্বচক্ষে একবার দেখিতে পান। রোগশোক-জর্জ্জরিত অনশনক্লিষ্ট পল্লীবাসীগণের অবস্থাও কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে, হইবেও না। কর্ত্তা স্বয়ং গভীর জলে থাকিয়া পোলারে বার্ত্তা লইতে পাঠাইবেন। ক্যানভাসারগণ তাঁহাদের হুজুর বাহাদুরের রামের দ্বারা রাবণ বধ, ভীমের দ্বারা দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ইত্যাদি অমানুষিক গুণকীর্ত্তন করিয়া ভোটার মজাইবার চেষ্টা করিবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভোটপ্রার্থীগণের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রবল ব্যক্তির চাপও দুর্ব্বল পল্লীবাসীগণকে সহ্য করিতে হইবে! যাহাকে জন্মে দেখে নাই, যাহার বিষয় কিছুই জানেনা, যাঁহার নিকটে গেলে হয়ত আরদালী 'হট্ যাও হট্ যাও' বলিয়া তাড়াইয়া দিবে, লোকের মুখে সেই অপরিচিত ব্যক্তির কিম্বত শুনিয়া তাঁহাকেই আপনার লোক বলিয়া বাহাল করিতে হইবে।

আমরা পদপ্রার্থীগণকে তাঁহাদের ভোটদাতাগণের সহিত পরিচিত হইতে অনুরোধ করি। একবার অর্থের গরম, বিদ্যার গরম, পোষাকের গরম ত্যাগ করিয়া খাঁটি বাঙ্গালী সাজিয়া পল্লীবাসীগণের দুয়ারে গিয়া তিনি যে এই সকল দীন হীন বর্ণজ্ঞানহীন নিরক্ষর চাষার প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত ভ্রাতা তাহা প্রমাণ করিতে অনুরোধ করি। ভোট লইয়া বাঞ্ছিত মাননীয় পদ লাভ করিয়াও যেন 'কি ছিনু কি হনুরে' না ভাবিয়া যাহাদের প্রতিনিধি হইলেন তাহাদের তত্ত্ব তল্লাস লইয়া তাহাদের আপনার জন হইতে পারিলে বৎসরান্তরে আর ভোট ভোট করিতে হইবে না, তাহারা এই পরমাত্মীয় ছাড়া অন্য কাহাকেও ভোট দিতে পারিবেনা। তাই বলি দেশ বাসীকে আপনার করুন। তাহাদের স্বজন হউন, তাহাদের দুঃখ দৈন্যে সহানুভূতি করুন। নচেৎ ফন্দী ফান্দা করিয়া কার্য্য হাসিল করিতে চেষ্টা করিলে, 'ক্লোরোফরম' করিয়া ভোট লইলে দেশ 'যে তিমিরে সে তিমিরে' থাকিল।

৺ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

রাঢ়দীপিকা হইতে উদ্ধৃত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শেষাংশ।

এক দিন জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন সময়ে সকলে এক সুরে ইন্দ্রবাবুকে ভোট দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি উক্ত মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হন, এবং অনেক দিন যোগ্যতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্তি করেন। তাঁহার যত্নে ও প্রগাঢ় পরিশ্রমে জঙ্গিপুরের সমবায় সমিতি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। তিনি উহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকারকরূপে বহুদিন পর্য্যন্ত তদীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। জঙ্গিপুর স্কুলে গৃহবিবাদ ঘটায় রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের মধ্যস্থতায় ইন্দ্রবাবু উক্ত স্কুলের সম্পাদক মনোনীত হন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুরশিদাবাদ ও রাজসাহীর প্রত্নতত্ত্বের অনেক নিগূঢ় গবেষণার ভার ইন্দ্রবাবুর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দিতে ভাল বাসিতেন না। যখন তিনি জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান সেই সময়ে তাৎকালিক গবর্ণর জেনারল মহামতি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের সহিত ভাগীরথী বক্ষে ষ্টীমারের উপর তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। তিনি ইন্দ্র বাবুর সহিত বাক্যালাপে যথেষ্ট প্রীতিলাভ করেন। এইরূপ নানা কারণে তিনি রাজসম্মানলাভে যথেষ্টরূপে সম্মানিত হন, এবং স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিয়া সুযশ অর্জ্জন করেন। তিনি প্রতিবৎসর নিজ পিতৃভূমি লাভপুরে শারদীয়া পূজায় যাইতেন এবং জ্ঞাতিগণের সহিত সংমিলিত হইয়া সমারোহের সহিত পূজাকার্য্য সম্পাদন করিতেন। দক্ষিণগ্রামেও তাঁহার একটী বাড়ী আছে। সময় সময়

সেখানে গিয়া সকলকে মিষ্ট কথায় ও শিষ্ট ব্যবহারে আনন্দিত করিতেন, এবং প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের বিষয় অবগত হইয়া সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন।

তাঁহার শরীর খুব সবল ও স্বাস্থ্য বিশেষ সন্তোষপ্রদ ছিল কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া উপর্য্যুপরি পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। একে একে তাঁহার সমস্ত ভগ্নিগুলির অকাল মৃত্যু ঘটে। তৎপরে তদীয় জননী স্বর্গারোহণ করেন। দুইটী উপযুক্ত ভাগিনেয়ের ও একমাত্র সহোদর আশুতোষের অকাল মৃত্যু তাঁহার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করে। তিনি অতি ধৈর্য্যশীল ছিলেন। বাহিক শোক প্রকাশ না করিলেও অন্তরে অন্তরে তিনি উক্ত নিদারুণ শোকে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। গত বৎসর ৺শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে তাঁহার পুনর্ব্বার জ্বর হয়, এবং তিনি নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হন বড় বড় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া আপাততঃ তিনি রোগমুক্ত হন। এবৎসরও ৺পূজার পূর্ব্বে তাঁহার পুনর্ব্বার জ্বর হয়। সেই জ্বরে তাঁহাকে অতি দুর্ব্বল করে। ডাক্তারগণ বলেন, নিউমোনিয়া পীড়া তাঁহার ভালরূপ সারে নাই। উক্ত পীড়া প্লুরিসিতে পরিণত হয়। তিনি পূজার পর হইতে মুরশিদাবাদে চিকিৎসার জন্য ছিলেন। কিন্তু সেখানে পীড়ার কোন উপশম হয় নাই। এই সময়ে মুরশিদাবাদে অনেক ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতেন। রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনও তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া সদালাপ দ্বারা তাঁহার পীড়াক্লেশ নিবারণ করিতেন। মুরশিদাবাদের ডাক্তারগণের উপদেশে তিনি কলিকাতায় গিয়া বড় বড় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুতেই কিছু হইল না। বিগত ২৩শে পৌষ বৃহস্পতিবার বেলা একটার সময় কলিকাতায় অপর সার্কুলার ৫৯ নং ভবনে তিনিমৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইন্দ্রবাবুর ও তদীয় সহোদর আশুতোষের সন্তান সন্ততি কেহ নাই। দুইটী মাত্র ভাগিনেয় এক্ষণে বর্ত্তমান। পত্নী জলদবরণীর পিতৃগৃহে যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। কিন্তু পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নি কেহ নাই। নিজেরও পুত্রকন্যা কিছু হইল না। একমাত্র স্বামী তিনিও চলিয়া গেলেন। এরূপস্থলে তাঁহার মনের ধৈর্য্যরক্ষা করা নিতান্তই অসম্ভব। তবে এই গভীর শোকে মনে শান্তি পাইবার একমাত্র উপায় আছে। তিনি যদি কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ৺স্বামী-দেবতার নামে অর্থ দান করেন এবং তদ্দ্বারা যদি সাধারণের হিতার্থে কোন সদনুষ্ঠান সম্পাদিত হয় তাহা হইলে তদীয় হৃদয়ে কতকটা শান্তি আসিতে পারে. তজ্জন্য শ্রীমতী জলদবরণী দেবীকে বিশেষ কোন সদনুষ্ঠান জন্য অর্থ প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীরামতারণ রায় (দক্ষিণগ্রাম।)

—০—

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরে এডিঃ মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৮ই জুন ১৯২০।

১৭০ থাং ডিঃ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেঃ আওলাদ মোল্লা দিং দাবি ১১৮/৬ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌঃ সাধুয়া ১। কাত ১৲ আঃ মূঃ ৩৲

১৭৪ থাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ১৫।৶৩ পরগণাদি ঐ ৮০ কাত ১॥৶ আঃ মূঃ ৫৲

১৭১ থাং ডিঃ ও দেঃ ঐ দাবি ৯৯৲ পরগণাদি ঐ ৯/ কাত ১৫৶১৫ আঃ মূঃ ২৫৲

১৬৮ থাং ডিঃ ঐ দেঃ যামিনীমোহন রায় দাবি ২৬।/৯ পরগণাদি ঐ ২/ কাত ৩া৶১১। আঃ মূঃ ১২৲

১৬৯ থাং ডিঃ ঐ দেঃ রঞ্জিত মিস্ত্রী দাবি ১৩৮৶৯ পং ও মৌঃ ঐ ১। কাত ১। আঃমূঃ ৪৲

১৪১ থাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেঃ ফয়জুদ্দিন বিশ্বাস দাবি ৯৯॥৶৩ পং আলিনগর ইশলামপুর মৌঃ রাধানগর খরিদা ৯॥ কাত ১৪। আঃ মূঃ ১০৲

১৪০ থাং ডিঃ ঐ দেঃ নবীরুল্যা বিশ্বাস দাবি ১০২৶৩ পং ঐ মৌঃ ফুলতপুর খরিদা ৯।২ কাত ১৪৩৮ আঃ মূঃ ৫৲

১৪৩ থাং ডিঃ ও দেঃ ঐ দাবি৯৯/৬ পং ঐ মৌঃ রাধানগর খরিদা ৯॥ কাত ১৪। আঃ মূঃ ৫৲

১৩৯ থাং ডিঃ ঐ দেঃ দুলাল মণ্ডল দাবি ২৯॥৯ পং ঐ মৌঃ রাণীনগর খরিদা ২॥ কাত ৩৶ আঃ মূঃ২৲

৪৪ অন্য ডিঃ দোলগোবিন্দ দাস দিং দেঃ তিনকড়ি উপাধ্যায় দাবি ১৪৭।/৯ পং আসদনগর মৌঃ ভাবকী ৩।২ কাত ২৶ আঃ মূঃ ১০০৲

১৪৯ থাং মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেঃ আতি সেখ দাবি ৬৮/৯ পং লস্করপুর বাজুপুর ॥০ কাত ১।/ আঃ মূঃ ২৲

১৫১ থাং ডিঃ মহারাজ বাহাদুর সিংহ দেঃ ঈশান হাড়ি দাবি ১৬॥/৯ পং কোঙরপ্রতাপ মৌঃ জাময়ার ১॥ কাত ১৮৶২॥ আঃ মূঃ ১০

১৮৯ থাং লক্ষ্মীনাথ কালা দেঃ প্রমথনাথ সিংহ দিং দাবি ৩৭৮ পং মাহারজপুর মৌঃ সের ৪/ কাত ৫/১৮ আঃ মূঃ ৩০৲

৩৭ রেহান ডিঃ কৃষ্ণলাল মণ্ডল দেঃ গুলজার মণ্ডল দিং দাবি ৯২৫।/৩ পং রুকুনপুর মৌঃ শ্রীমন্তপুর ইস্তাহারের লিখিত ২ লাটে ৭॥ বিঘা জমি নিলাম হইবে আঃ মূঃ ৩০০৲

১৬৪ থাং ডিঃ সেবাইত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দিং দেঃ বিরজুরাম ভর দাবি ৩৪॥৶ পং গনকর মৌঃ ইলাশপুর ২/৪ কাত ৫৶ আঃ মূঃ ১৫৲

১৯১ থাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেঃ বেলাতালি বিশ্বাস দাবি ১২২/৯ পং কোঙরপ্রতাপ মৌঃ ইশলামপুর ২৯।০। কাত ৩৩৮/ আঃ মূঃ ৫০৲

১৪৭ থাং ডিঃ জলদবরণী দেবী দেঃ জুবেদ সেখ দাবি ২৬॥৶ পং একবরসাহী মৌঃ পাউলী ৫। কাত ৮॥৶ আঃ মূঃ ১৫৲

১৬৬ থাং ডিঃ সেবাইত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দিং দেঃ হরিশ্চন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ১৮॥৶৩ পং গনকর মৌঃ ইলাশপুর ৮৩ কাত ১৮৶১০ আঃ মূঃ ৫৲

৮২ থাং ডিঃ কালিচরণ সিংহ দেঃ হরিচরণ সরকার দাবি ১২৲৯ পং নওয়ানগর মৌঃ সোনাটিকুড়ি।১ কাত ৩৲ আঃ মূ ৫৲

৯০ থাং ডিঃ ঐ দেঃ কালিপদ সাহা দাবি ২৬॥/৬ পং ও মৌঃ ঐ ॥২ কাত ৪/১০ আঃ মূঃ ১০৲

৩৫ থাং ডিঃ ঐ দেঃ মণ্ডা বেওয়া দাবি ১৪৲৬ পং বহুতালী মৌঃ বহুতালী ৬। কাত ৩া/৮।— আঃ মূঃ ১০৲

আমমোক্তারনামা খারিজ।

—০—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমি সন ১৩২৬। ২৩শে শ্রাবণ তারিখে লালগোলা শ্রীমন্তপুরনিবাসী ৺কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীলুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য বরাবর আমার জামদারী মুর্শিদাবাদ কালেক্টরীর ২৬৯ তৌজির মগল হং টেকা গোটা দিগর ও পত্তনী মহালদার থাকি ফতেপুরের ৫ বৎসরের ম্যানেজমেণ্ট জন্য এক আমমোক্তারনামা লিখিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। আমি ১৩২৭। ২১শে বৈশাখ উক্ত সম্পত্তি অন্যান্য সম্পত্তি সহ লালগোলানিবাসী রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি, আই, ই, মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করায় উক্ত আমমোক্তারনামা খারিজ করিলাম। এখন হইতে কোন ব্যক্তি উক্ত আমমোক্তারনামানুসারে কার্য্য করিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে ইতি ১৩২৭। ২২শেবৈশাখ।

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

—০—

শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক।

—০—

মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ প্রাথমিক গ্রাণ্ট ইন্ এড্ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য এক জন পাশ করা হেড-মিষ্ট্রেস্ (প্রধান শিক্ষয়িত্রী) আবশ্যক। মাসিক বেতন ২০৲ টাকা ও থাকিবার ঘর পাইবেক। শিক্ষয়িত্রী হিন্দু বিধবা হইলে ভাল হয়। নিকট আবেদন করিতে হইবেক। ৩০শে জুন দরখাস্ত করিবার শেষ দিন। ই, আই, রেলওয়ে কাটোয়া লাইনের জঙ্গিপুর রোড ষ্টেসন হইতে আড়াই মাইল দূর।

সেক্রেটারী

রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়।

—০—

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বৰ্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৶০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জনিত স্বপ্নাদি কর্ম্মাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বৰ্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।/

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবা র জন দেশ দেশান্তর ভ্রমণকরিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথসেন কবিরাজ

২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য
শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক! ৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ!

আবেদন
করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর
গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস
লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে;

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরুপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

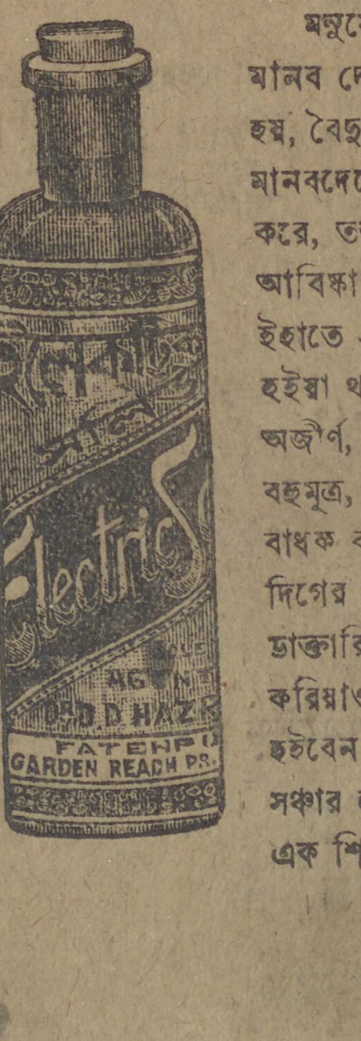

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ. বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সুতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১৷৵০ আনা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা.

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব্ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ৷৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ